গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গণযোগাযোগ অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
www.masscommunication.gov.bd

নং ১৫.৫৬.০০০০.০০২.১৬.৯৪.১৫-(পার্ট-১) ৫৫১ তারিখ: ০৫.৪.২০২২

বিষয়:- তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মতামত সংবলিত মার্চ/২০২২ (২য় পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৪ জেলা তথ্য অফিস এবং পার্বত্য এলাকায় উপজেলা পর্যায়ে ৪টি তথ্য অফিস থেকে প্রাপ্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য কর্মকর্তাগণ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ (ব্রান্ডিং শেখ হাসিনা) বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতা, ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা, উন্মুক্ত বৈঠক, আলোচনা সভা, মহিলা সমাবেশ, দেশাত্মবোধক ও উদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠানসহ পথসভা ও খন্ডসভার আয়োজন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশু ও নারী অধিকার, জঙ্গি দমন, মাদকবিরোধী অভিযান, তথ্য অধিকার আইন এবং সরকারের সাফল্য, অর্জন ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্তা নিয়মিত প্রচার করে যাচ্ছে।

এ সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তথ্য অফিসারদের সাথে সাধারণ মানুষের মতামতের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।

তথ্য অফিসসমূহ থেকে প্রাপ্ত জনমতের আলোকে মার্চ-২০২২ (২য় পক্ষ) মাসের 'জনমত ও প্রতিক্রিয়ার' প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: জনমত প্রতিবেদন এক প্রস্থ।

০৫/৪/২২
(মোঃ জসীম উদ্দিন)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন-৮৩০০৬৪০
dgmasscommunication@yahoo.com

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১। উপসচিব (তগ-২ অধিশাখা), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

পাক্ষিক জনমত ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিবেদন
মার্চ'২০২২ (২য় পক্ষ)

১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্ম ও রাজনৈতিক জীবনের গৌরবময় ইতিহাস থেকে প্রতিটি শিশুর মাঝে চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তি গড়ে উঠুক এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস, ১৭ মার্চ, ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। প্রতি বছরের মত এবারও শিশুদের নিয়ে নানা আয়োজনে পালন করা হয় দিবসটি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পালন করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। এর মধ্যে রয়েছে আলোচনা সভা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মসজিদে মোনাজাত, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা সভা। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি বিভিন্ন টেলিভিশন, রেডিও, কমিউনিটি রেডিও প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করে ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ। জেলা তথ্য অফিসসমূহ দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল দিবসটির প্রতিপাদ্য তুলে ধরে সড়ক প্রচার, জেলা, উপজেলায় ১১মার্চ হতে সপ্তাহব্যাপী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারি এবং বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচার, জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসের তাৎপর্যভিত্তিক পোস্টার ও সাময়িকী দেশব্যাপী বিতরণ ও প্রদর্শন, এলইডি স্ক্রিনে জাতির পিতার জীবনী ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও প্রচার, পিএই কভারেজ প্রদান, জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন। শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ নিশ্চিতে এই সব কর্মসূচি ব্যাপক সাড়া ফেলে বলে জনমত প্রতিক্রিয়ায় জানা যায়।

০২। গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভয়াল,বীভৎস ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের কালরাত্রি ২৫মার্চ। গতবারের ন্যায় এবারও ২৫ মার্চ দিবসটি ১মিনিট ব্লাক আউট কর্মসূচীর মাধ্যমে গণহত্যা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচিতে পালিত হয়। জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন,ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণসহ নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন গুরূত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাগুলো আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ, ঢাকা ও বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপগুলো জাতীয় পতাকায় সজ্জিতকরণ। এছাড়া দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ ,ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার,সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের চিত্রাঙ্কন,রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা তথ্য অফিসসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভূমির প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, প্রতীকী ব্ল্যাক আউট বিষয়ে সড়ক প্রচার ,আলোচনা সভা, এলইডি স্ক্রিনে গণহত্যার ওপর নির্মিত দুর্লভ আলোকচিত্র প্রদর্শন,গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকযোগে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এবং নৌপথে সদরঘাট থেকে আশুলিয়া পর্যন্ত এবং হাতিরঝিলে বিশিষ্ট শিল্পীগণের অংশগ্রহণে দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন। বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পোষ্টার ও সাময়িকী দেশব্যাপী বিতরণ ও প্রদর্শন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পিএই কভারেজ প্রদান। তথ্য অফিসসমূহের এসব কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেছে জনগণ।

০৩। আইন-শৃঙ্খলা

সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতিতে কোন ঘাটতি নেই। এরপরেও হঠাৎ করে গত কয়েকদিনে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে খুনের ঘটনা। বেড়েছে ছিনতাই-ডাকাতির মতো অপরাধ। এ ক্রমাবনতিশীল আইন-শৃখংলা পরিস্থিতি নিয়ে জনমনে উদ্বেগ দেখা দেয় । ২৪ মার্চ ঢাকার শাহজাহানপুরে দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন জাহিদুল ইসলাম টিপু, কলেজ ছাত্রী সামিয়া আরেফিন প্রীতি। গুলিবিদ্ধ হন তার গাড়ি চালক এবং ২৭ মার্চ ভোরে রাজধানীর শেওড়াপাড়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন চিকিৎসক আহমদ শাহী বুলবুল। ২৬ মার্চ রাতে রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় দুই শিশুসন্তানকে মুখে স্কচটেপ পেঁচিয়ে তাদের সামনে মা তানিয়া আফরোজ মুক্তাকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ২৬ মার্চ দুপুরে ময়মনসিংহে উম্মে কুলসুম বিবি নামে এক নারী খুন হয়। এছাড়া আবারও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। পাহাড়ে চাঁদাবাজি, খুন, অপহরণ, মাদক ব্যবসাসহ নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন সন্ত্রাসীগ্রুপ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনই নিয়ন্ত্রন করতে না পারলে আগামী দিনে আরো অবনতি ঘটবে এবং অপরাধী চক্র হয়ে উঠবে আরো সক্রিয়। এজন্য আইন-শৃংখলা রক্ষা বাহিনীকে আরো তৎপর হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবে এটাই জনগনের প্রত্যাশা।

০৪। দ্রব্যমূল্য

দ্রব্যমূল্য কিছুটা কমায় স্বস্তিতে জনগণ। স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে এক কোটি ফ্যামেলি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এক কোটি ফ্যামেলি কার্ড মানে পাচঁ কোটি মানুষ । এতে দ্রব্যমূল্য কমেছে। আর পন্যের দাম কমায় জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দরকার মনিটরিং। চাহিদার তুলনায় মজুত বেশী এবং বাজারে প্রচুর সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও রমজান শুরু হওয়ার আগেই চাল, ডাল, চিনি, ছোলা, পেয়াজসহ প্রায় সব নিত্যপণ্যের দামের উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সব নিত্যপণ্যের উৎপাদন, আমদানি,মজুত,বাজারে সরবরাহ ও দাম পর্যালোচনা করে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নিতে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল ও সহনীয় পর্যায়ে আসতে শুরু করেছে। এছাড়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঢাকাসহ সব মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বাজার মনিটরিং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। সরকার রমজানে নিত্যপণ্যের মূল্য সংকট লাঘবে এক কোটি পরিবারকে রেশন কার্ডের মাধ্যমে দু'বার টিসিবি'র সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যপণ্য বিক্রি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে জনগণ। ফ্যামেলি কার্ড কর্মসূচিকে মানবিক উদ্যোগ বলে অভিহিত করে জনগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করেন জনগণ।

০৫। স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যুভিত্তিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

করোনায় মৃত্যু প্রায় শূন্যের কোঠায়, সংক্রমণের হারও এক শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৭৫ভাগের বেশি মানুষকে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছে। আর ফ্রন্টলাইনারদের প্রায় ৯৭.৯৮ শতাংশ ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে। একদিনে এক কোটি কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রমে প্রথম ডোজ নেয়াদের দ্বিতীয় ডোজ দেয়া হয়েছে ২৮মার্চ থেক ৩০ মার্চ পর্যন্ত। ঋতু পরিবর্তন ও প্রচন্ড গরমের কারণে রাজধানী ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, রাজশাহী, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, বরিশাল, নরসিংদীসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতিদিন ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এ বছর ডায়রিয়ার প্রকোপ যেমন আগেভাগেই শুরু হয়েছে তেমনি রোগীর সংখ্যাও অনেক বেশী। সরকারি হাসপাতালগুলোতে খাবার স্যালাইন, আইভি ফ্লুইড স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের যথেষ্ট সরবরাহ রয়েছে। দৈনন্দিন কার্যক্রমে বিশুদ্ধ পানি ব্যাবহার, সুপেয় পানি পান, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, বাইরের খাবার না খাওয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং অল্প ডায়রিয়া থাকতেই যে কোন অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করে জনগণকে সতর্ক করতে জেলা তথ্য অফিসমূহ ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নারায়নগঞ্জ জেলার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য নদীতে ফেলায় নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। পরিবেশবিদরা পরিবেশ দূষণ রোধে সরকারের জোরালো পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেছেন। ঠাকুরগাঁও জেলায় দীর্ঘদিন থেকে বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করার জন্য জনগণ সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে।